আলমডাঙ্গা এলজিইডির গ্রামীণ সড়কে ৩০ হাজার তাল বীজ রোপন

আলমডাঙ্গায় বজ্রপাত ঠেকাতে ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে ৩০ হাজার তাল বীজ রোপণ করা হয়েছে।

উপজেলা প্রকৌশল (এলজিইডি)র উদ্যোগে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে বজ্রপাত প্রতিরোধে এই তালগাছ রোপণ করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন সড়কের দৃষ্টিনন্দন হবে, অন্যদিকে স্থানীয়রা এ থেকে নানা সুবিধা ভোগ করবে।

উপজেলা প্রকৌশল সূত্রে জানাযায়, বজ্রপাতের হটস্পট এলাকা উপজেলার আলমডাঙ্গা-সরোজগঞ্জ সড়কে ৭ হাজার, বেলগাছি-ঘোষবিলা সড়কে ৫ হাজার, ডাউকি-পাচলিয়া সড়কে ৪ হাজার, ঘোলদাড়ি-সরোজগঞ্জ সড়কে ৫ হাজার, ফরিদপুর-ডামোশ সড়কে ২ হাজার, গোবিন্দপুর-কাশিপুর সড়কে ৩ হাজার, বন্ডবিল-মিরপুর সড়কে ৩ হাজার ও জুগিরহুদা ও মাজহাট সড়কে ১ হাজারসহ মোট ৩০ হাজার তাল বীজ রোপন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে আলমডাঙ্গা-সরোজগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের দুই পাশে সারি সারি তালগাছ বীজ রোপণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। এই বীজ থেকে চারা রোপণের পরে গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষায় চারদিকে বাঁশের খুঁটি ও জাল দিয়ে বেড়া দেওয়া হবে।

স্থানীয়রা জানান, রোপনকৃত বীজ থেকে চারা জন্মানোর পর অযত্নে গাছ গুলো মারা যায়। তবে পর্যায়ক্রমে উপজেলায় ব্যাপক ভাবে তাল বীজ রোপনে এটি মহৎ উদ্যোগ। তালগাছের চারা রোপণ করায় আমরা খুশি। এই গাছ বড় হলে আমরা বজ্রপাত থেকে রক্ষা পাবো। সেই সঙ্গে তালগাছ থেকে তাল ও রস পাবো। এর ছায়ায় আমরা বিশ্রাম নিতে পারবো। পাখিরা নিরাপদ আশ্রয় পাবে। এলাকায় সুন্দর পরিবেশ তৈরি হবে।

এ বিষয়ে জেলা প্রকৌশল (এলজিইডি) কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, এ উপজেলায় বিগত দিনে বজ্রপাতে অনেক কৃষকসহ সাধারণ মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। সরকারি নির্দেশনায় গ্রামীণ সড়কের দুই পাশে তাল বীজ রোপন করা হয়েছে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা

প্রকৌশলী (এলজিইডি) আরিফউদ্দৌলা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী এমএ সামাদ, সাব এ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার লিয়াকত আলি। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কার্যসহকারী সোহরাব উদ্দীন, ওয়ারেশ আলি, এমএলএস আবু জাফর, কমিউনিটি অর্গানাইজার হারুন অর রশীদ, সুপার ভাইজার আব্দুর রাজ্জাক,আব্দুর রহিম, মোশারেফ হোসেন, রেহেনাজুন্নুরাইন, সাগরী ও রজনী।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে ৪০ লাখ খেজুর বীজ রোপন করা হয়েছে।

দর্শনায় এক সপ্তাহের মধ্যে দুইটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের দুঃসাহসিক চুরি

দর্শনা পৌরসভার চুরির রেশ কাটতে না কাটতে দর্শনা সরকারি কলেজে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। দুদফায় সঙ্গবদ্ধ চোরেরা ১৬ টি সিলিং ফ্যান ও ৬/৭ কোয়েল মোটা বিদ্যুতের তামার তার চুরি করে নিয়ে গেছে।

শনিবার ও গত রবিবার এই চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় রবিবার দর্শনা সরকারি কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর মোঃ রেজাউল করিম বাদী হয়ে দর্শনা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

সাধারণ ডায়েরি সূত্রে জানা গেছে,গত রোববার রাতে চোরেরা কলা ভবন থেকে নতুন ভবন পর্যন্ত প্রায় ৬/৭ কয়েল বিদ্যুতের বড় তার চুরি করে নিয়ে যায়। গত শনিবার রাতে আবারো দ্বিতীয় দফা সঙ্গবদ্ধ চোরেরা কলেজের নতুন ভবনের পিছন দিক থেকে প্রাচীর টপকে ভিতরে প্রবেশ করে। প্রথম তলার পিছন দিক থেকে সানসেট বেয়ে ২য় তলায় ভবনে প্রবেশ করে রুমের তালা ভাঙ্গে। এরপর একে একে তৃতীয় তলা চতুর্থ তলা ও পঞ্চম তলা রুমে তালা ভেঙ্গে রুমের ভিতরের ১৬ টি সিলিং ফ্যান চুরি করে

নেয়। এছাড়া বেসিংয়ের ট্যাপ সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র নেয়। চুরি শেষে আবার ভবনের পিছন দিক থেকে নির্বিয়ের চলে যায়। রোববার চুরির হওয়ার ঘটনায় দর্শনা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দর্শনা সরকারি কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর মোঃ রেজাউল করিম বলেন , দর্শনা সরকারি কলেজে কলা ভবনের শেষে নতুন ৬ তালা ভবন তৈরি হয়েছে। এই ভবনের প্রথম তালার প্রথমে সামনে ও দুই সাইডে গ্রিল দিয়া আছে। কিন্তু দ্বিতীয় তলা থেকে পঞ্চম তলা পর্যন্ত সামনে এবং পিছনে দুই সাইডে কোথাও গ্রিল দেয়া নেই। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সংঘবদ্ধ ভাবে এগুলো চুরি করেছে। চুরি হওয়ার পর আমি কলেজের নাইটগার্ডের সাথে কথা বলি। তারা বলে বলেছে এখানকার স্থানীয় কিছু বকাটেরা।প্রতিনিয়তই রাতে দিনের কলেজের ভিতরে বিভিন্ন ভাবে প্রবেশ করে ভয়-ভীতি দেখায়। কলেজের ভিতরে মধ্যে দুই দুই বার চুরির ঘটনা আমি উদ্বিগ্ন। দর্শনা থানা একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। আশা করি পুলিশ এই চোরদের ধরতে সক্ষম হবে। পৌরসভার বিভিন্ন মহল্লায় প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা ঘটলো এ পর্যন্ত চুরির যাওয়া মালামাল উদ্ধার বা কোন চোরকে গ্রেফতার করতে পারে নাই।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা বলেন, চুরির ঘটনা জানতে পেরে থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনার সাথে জড়িতদের ধরতে পুলিশ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আলমডাঙ্গার হারদী বাজার বণিক সমিতির নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন

অনিয়মের অভিযোগ তুলে আলমডাঙ্গার হারদী বাজার বণিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের দাবীতে পরাজিত প্রার্থী ফজলে রাব্বি সংবাদ সম্মেলন করেছেন। গতকাল সোমবার বিকেলে হারদী বাজারে এ সংবাদ সম্মেলনে তিনি পূনরায় নির্বাচনের দাবী জানান।

লিখিত সংবাদ সম্মেলনে ফজলে রাব্বি জানান,গত ২৬ আগস্ট হারদী বাজার বণিক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। যাদের বাজারে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নাই,তাদেরও নির্বাচনে ভোটার করা হয়েছে। আবার প্রতিষ্ঠান আছে কোন ট্রেডলাইসেন্স নেই তারাও নির্বাচনে ভোটার হয়েছে। একটি চক্র দুর্নীতির মাধ্যমে এসব ভোটার তৈরী করেছে। এছাড়াও বাজার পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে চাঁদা আদায়ের রশীদ দেওয়া হয়, সেই রশীদ দেখিয়ে ভোটার ভোট দেবার কথা থাকলেও রশীদ না দেখিয়ে ভূয়া ভোটাররা ভোট দিয়ে তাদের নির্বাচিত করেছে। সংবাদ সম্মেলনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে মোট ভোটার ১৮৬ জন, এসব ভোটারদের মধ্যে ৭৪ জনের ট্রেডলাইসেন্স আছে।ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ভোটার হওয়া আইন সম্মত নয়। তবুও তাদের ভোটার দেখিয়ে একটি পক্ষকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

নির্বাচনে আগে এসব বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ দেওয়া হয়নি কেনো? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ফজলে রাব্বি বলেন,অভিযোগ দেওয়ার পর বলেছে বিষয়টি দেখা হবে, দেখছি, এভাবে নির্বাচনের তিন দিন আগে বলেছে ওরাও ভোটার ভোট দিবে। যেহেতু নির্বাচন কমিশন দ্বায়িত্বে ছিলেন নূর আলম মিঠু, সে সঠিকভাবে দ্বায়িত্ব পালন করেছে,আরও ছিলেন শেখ শাহানুর রহমান টিপু। তিনি ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত ছিলেন,তাকে বাদ দিয়ে মূল

মাস্টার মাইন্ড যে ভোট পাশ করেছে তার ভাই মতি বিশ্বাস ও রঞ্জু। একজন প্রার্থীর ভাই মতি বিশ্বাস সে মূল মাস্টার মাইন্ড হিসেবে কাজ করেছে।

তিনি সংবাদ সম্মেলেনর মাধ্যমে এই নির্বাচন বাতিল করে পূনরায় নির্বাচনের দাবী জানিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি কামনা করেন।

আলমডাঙ্গায় হত্যা মামলায়

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী ছিলেন নয়জন। তবে নির্বাচনী প্রচারণার প্রথম থেকেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হায়াত আলী (নৌকা) ও একই কমিটির নির্বাহী সদস্য এজাজ ইমতিয়াজ (চশমা)।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডেঙ্গু সহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা সভা ও র্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন।

ইনেস্ট্রাকটার জামাল হোসেনের উপস্থাপনায় আরও বক্তব্য রাখেন,আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সালমান আহমেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু,কাউন্সিলর মজিবুল হক।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল্লাহেল কাফি, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহ, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ আশুরা খাতুন, বিআরডিবি কর্মকর্তা শায়লা শারমিন, সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা নাজমুল হোসেন, জিডিপি কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম,সরকারি কলেজের প্রভাষক ডক্টর মাহবুবুর রহমান,সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান, আলমডাঙ্গা মাধ্যমে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ম্যানেজার শেফালী বেগম,প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম দীপু,হাফেজ ওমর ফারুক, কাউন্সিলরুল জহুরুল ইসলাম স্বপন, ডাক্তার মনজুরুল হক বেলু

প্রমুখ। এর আগে একটি র্যালী শহর প্রদক্ষিণ করে।

জীবননগর থানা পুলিশের আয়োজনে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গা-জীবননগর থানা পুলিশের উদ্যোগে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন,যার জন্ম না হলে এ দেশ স্বাধীন হতো না এবং আজও আমরা পাকিস্তানের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ থাকতাম, ইতিহাসের মহামানব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের শ্রেষ্ঠবন্ধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা এই আগস্ট মাসে হারিয়েছি। শোকাবহ আগস্টের সেই কালরাতে ঘাতকের নির্মম বুলেটে প্রাণ হারিয়েছেন বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ-তাদের সকলকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি দৃঢ় নীতি, আদর্শ ও সঙ্কল্পবোধ নিয়ে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠনে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয়-আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে খুনিচক্র তাকে দেশের অভ্যন্তরে সপরিবারে হত্যা করে। জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করেই খুনিচক্র ক্ষান্ত হয়নি। একই বছরের ৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করার জন্য কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে-বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যারা বারবার নেতৃত্ব দিয়েছেন-জাতীয় চার নেতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

এ হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্ব শূন্যতা তৈরি করা। কিন্তু ঘাতকচক্রের ষড়যন্ত্র আমরা সফল হতে দেইনি। আওয়ামী লীগের রক্তে ভেজা পতাকা দলীয় ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার হাতে আমরা তুলে দিয়ে সেদিন আমরা

ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলাম। আজ তা প্রমাণিত। জাতির জনক অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ভিত্তিভূমি তৈরি করে দিয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর চেতনা ধারণ করে, শোককে শক্তিতে পরিণত করেছেন। তিনি নিষ্ঠা, সততা ও সাহসের সাথে সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে জাতিকে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান,জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ, জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম,জীবননগর পৌর মেয়র মোঃ রফিকুল ইসলাম,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি)এম এস জাবীদ হাসান প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় থানা পুলিশের আয়োজনে শোক দিবসের আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের উদ্যোগে জাতীয় শোকের মাস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেল ৪টায় উপজেলা মঞ্চে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা- আলমডাঙ্গা ১ আসনের সাংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন এমপি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন বলেন, পরাজিত শক্তির বিপক্ষে ১৯৭১ সালে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। যুদ্ধে লাখো মা-বোনকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে, ঘর বাড়িতে আগুন জ্বালিয়েছে, যুব সমাজকে ধ্বংস

[redacted]

[redacted]

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক। কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শামীম রেজার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন খাদিমপুর ইউপি চেয়ারম্যান মুজাহিদুল ইসলাম লোটাস জোয়াদ্দার, বেলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, গাংনী ইউপি চেয়ারম্যান এমদাদুল হক, পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য সোহেল রানা শাহিন, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ সালেহীন উৎপল, কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আশরাফুল হক, ছাত্রলীগ নেতা বাদশা প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার ডিবি পুলিশের অভিযানে ট্যাপেন্টাসহ দুই মাদক কারবারী আটক

আলমডাঙ্গার রামদিয়া এলাকায় ডিবি পুলিশ অভিযান চালিয়ে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মিন্টু (৩০) ও রনি (২০) নামের দুই মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে।

আজ রবিবার বিকেলে রামদিয়া হতে রায়সা যাবার রাস্তার উপর থেকে তাদের আটক করে ডিবি। তাদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদক আইনে মামলা হয়েছে।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গার রামদিয়ায় ট্যাপেন্টাডল ট্যালেট বেচাকেনা হচ্ছে বলে ডিবি পুলিশ গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে । সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা পুলিশেন এসআই মুহিদ হাসান সঙ্গীয় অফিসার এএসআই বিজন ভট্রচার্জি, এএসআই আবেদুর রহমানসহ একদল ফোর্স বিকেলে রামদিয়ার ওই সড়কে উপস্থিত হলে ডিবি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দুই মাদক কারবারী দৌড়া পালানোর টেষ্টা করে।

এসময় গোয়েন্দা পুলিশ তাড়িয়ে জামজামি ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের মৃত কবির ওরফে খবিরের ছেলে মিন্টু ও একই গ্রামের রজন আলীর ছেলে রনিকে আটক করে। আটকের পর তাদের দেহ তল্লাশি করে মিন্টুর কাছ থেকে

দুই পাতায় ২শ’ পিচ ট্যাপেন্টাডল ও রনির কাছ থেকে ১শ’ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

আটক দুইজনের আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ৬২ লাখ টাকা মৃল্যের ৬ টি স্বর্নের বারসহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গার মুন্সিপুর সীমান্ত চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে জুতার সলের ভিতর থেকে ৬ টি স্বর্নের বারসহ রাজ্জাক আলী (৪৯) কে আটক করেছে ৬ বিজিবি।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর সীমান্তের জাহাজপোতা গ্রামের সাইনবোর্ডতলা নামক স্থানের তিন রাস্তার মোড় থেকে তাকে আটক করে। আটককৃত চোরাকারবারী দামুড়হুদা থানার মুন্সিপুর গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৬ বিজিবির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মেজর মোঃ রকিবুল ইসলাম, পিএসসি।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মেজর মোঃ রকিবুল ইসলাম পি এসসি বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি মুন্সিপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্বর্নের বার পাচার হবে। খবর পেয়ে মুন্সিপুর কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্ত পিলার ৯৩/৭-আর হতে আনুমানিক ৭শ গজ বাংলাদেশের ভিতরে জাহাজপোতা গ্রামের সাইনবোর্ডতলা নামক স্থানের তিন রাস্তার মোড় থেকে একটি ডিসকভার ১২৫ সি সি মোটর সাইকেল ফেলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

এ সময় বিজিবি দুই দিকে বিভক্ত হয়ে রাজ্জাককে আটক করে। পরে তার

জিজ্ঞাসাবাদ করলে তার স্বীকারক্তিতে জুতার সোলের ভিতর থেকে স্বর্নের ৬ টি বার উদ্ধার করে। যার আনুমানিক বাজার মৃল্য প্রায় ৬২ লাখ টাকা।

আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দামুড়হুদা থানায় মুন্সিপুর কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমান বাদী হয়ে রাজ্জাকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। এবং আটককৃত সোনার বারগুলো চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।